জাতীয় শোক দিবস এর অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি সিডনি এসে পৌঁছেছেন

বিমানবন্দরে প্রধান অতিথি ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-কে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার সাধারন সম্পাদক জনাব গাউসুল আলম শাহ্জাদা। অনান্যদের মধ্যে ডান থেকে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি জনাব আব্দুল জলিল, প্রধান অতিথি ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জনাব গাউসুল আলম শাহাজাদা, সাংবাদিক জনাব ফজলুল বারী ও নুরুদ্দিন। বিমান বন্দরে আরও উপস্থিত ছিলেন মনসুবুর রহমানসহ অনান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

অজবাংলা রিপোর্ট ॥ বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে আগামী ১৬ই আগষ্ট শনিবার বোটানী টাউন হল মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও বঙ্গবন্ধুর উপর গীতি আলেখ্য। এতে প্রধান আতিথি হিসেবে থাকবেন বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি **ড: আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক**।

প্রধান অতিথি ১৩ই আগষ্ট বুধবার সিডনি এসে পৌছেছেন। আয়োজকরা ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বলে অজবাংলার সাথে এক সাক্ষাৎকারে সংগঠনের সাধারন সম্পাদক জনাব গাউসুল আলম জানান। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, স্মৃতি চারণ, বঙ্গবন্ধুর উপর গীতি আলেখ্য অন্যতম। এছাড়া রাতের সৌজন্যমূলক খাবারের ব্যবস্থা

রয়েছে। জনাব গাউসুল আলম শাহজাদা স্বাধীনতার স্বপক্ষের সকলকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সংক্ষেপে প্রধান অতিথির জীবনী:

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বপালন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ভূতপূর্ব – চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য অধ্যাপক সিদ্দিক দেশের গণমাধ্যম জগতের সাথে বহুভাবে সম্পৃক্ত। বঙ্গবন্ধুর আদশে– উজ্জিবিত অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক দেশের বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ও প্রগতিশীল মুক্ত বুদ্ধিচর্চা আন্দোলনে এক নিবেদিত প্রান। দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথেও তিনি সংশ্লিষ্ঠ। এছাড়াও ১৯৯৬ সালে শিক্ষা কমিশনের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।